

গুরু সান্নিধ্য

গুরুদেবের কর্মযজ্ঞে সহায়তাই গুরুভক্তি

গুরু মুখ নিশ্চিত বানীই সত্য, নশ্চল, ঈশ্বরীয়, পরমের ভাবে
ব্রিটিশের ভাবে ভাবময় হয়ে শব্দ রূপে প্রকাশিত।

গুরু মুখ নিশ্চিত কথাগুলিকে মনন, স্মরণ, নিশ্চিন্দাসনের মাধ্যমে
বারবার চর্চা করতে হয়। তবেই তার মধ্যে থেকে জ্ঞানের পূর্ণ
বিকাশ ঘটা সম্ভব।

ঈশ্বরীয় আলোচনা গুরুর মুখে শ্রবণ করার সময় শিষ্যদের খয়োল
রাখতে হয়, যে ঈশ্বরীয় কথা ঈশ্বরীয় আবেশেই গুরুর মুখ থেকে
নিশ্চিত হচ্ছে, সেই সময় মন-কে পূর্ণ একগ্রতার সাথে গুরুর উপর
নিবেশ করতে হয়।

“সংসারের মায়াকে কাটিয়ে গুরুর কাছে বসে তাঁর মুখ নিশ্চিত
বানীকে শ্রবণ করা ও মনন করার নামই ‘উপনিষদ’।”

“ঈশ্বরের স্বরূপ-কে বুঝতে হলে আগে গুরুসত্ত্বা ও গুরুর স্বরূপ-
কে বুঝতে হবে, তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। তবেই বোঝাটা
বোঝার মতো হবে। বুঝার হতে হলে আগে গুরুকে বুঝতে হবে,
না হলে সব ব্যর্থ।”

জগতের “বোঝার” বোধ নিয়ে কখনও গুরুর সংগ করো না, তা
হলে ‘বোঝার’ বোধে ফাঁক থেকে যাবে।”

“মানসিক বিকার থেকে মুক্ত হয়ে গুরু সংগ করতে হয়। হিংসা,
ঈর্ষা, নিন্দা এসবের থেকে মুক্ত হয়ে ‘মুক্ত-মন’ নিয়ে গুরু সংগ
করতে হয়।”

“গুরু সংগে মনে ঈশ্বরীয় ভাবের উদয় হয়। যতক্ষণ তুমি গুরুসংগে
আছো ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি সংসারের মায়াকে মুক্ত হয়ে
ঈশ্বরীয় ভাবের জগতের পথিক।”

“গুরু শক্তিস্বত্বই প্রকাশিত। তাঁকে গ্রহণ করার মতো জ্ঞান শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাসের একান্ত প্রয়োজন।”

“যে মানব জীবন সৌভাগ্যক্রমে “গুরু”-র সন্ধান পেয়েছে এবং গুরুকৃপা পেয়েছে সেই মানব জীবন ধন্য।”

“অনন্ত জীবনের অবসান শেষে গুরু কৃপা লাভ হয়। হতভাগ্য মানুষ সেই অনন্ত কৃপাকণ্ডে কখনও কখনও দুর্ভাগ্যের বসে হারিয়ে ফ্যালো।”

গুরুর সংগ করার সময় প্রতিটি শিষ্যের উচিত এমন কোন ভাব প্রকাশ না করা যাতে গুরুর সংগ করার সময় যে শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটে তা ব্যাহত হয়। তবে সেটো হবে পরম দুর্ভাগ্যের ঘটনা।”

গুরুর ভাষণ, সমস্ত মনকে একাগ্র করে শুনতে হয়। এক কথার বহু অর্থ হয়ে থাকে, তাকে হৃদয়ঙ্গম করে নতিনে হয়। নইলে গুরু সংগ বৃথা।”

প্রতিটি মুহুর্ততে গুরুর সন্তুষ্টির দিকে নজর রাখতে হয়। গুরুর সন্তুষ্টির উপরই প্রতিটি শিষ্যের অধ্যাত্তিকি উন্নতি ও সাধন সিদ্ধির পথ খোলা রয়েছে। সুতরাং সাবধান।”

“গুরুর স্বরূপ-কে বুঝতে জন্মান্তরও লগে যায়। তাই সব সময় সচেষ্ট থাকতে হয় জন্ম মধ্যযে যেন তাঁকে উপলব্ধি করতে পারো।”

“গুরুর কাছে আসার আগে আমার আমিত্বটাকে বসির্জন দিয়ে আসতে হয়। নইলে গুরুর স্বরূপকে আত্মগত করা যায় না।”

“অহংকারী মন নিয়ে কখনও গুরুকে বুঝতে চেষ্টা করো না। তাতে হীতে বপিরীত ফল লাভ হয়। গুরু হলেন আয়নার মতো, তুমি যে মন বা ভাব-কে নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াবে সেটাই গুরুর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হবে।”

“সহজ সরল শিশুর মতো হয়ে গুরুর কাছে যাও। দেখবে তোমার সমস্ত আকাংখাই তিনি পূরণ করছেন। মা যমেন শিশুর সমস্ত

কামনা পূরণ করনে, গুরুও তমেনশিশি মনরে শষিযরে বায়ণা পূরণ করনে।”

“সংসাররে চন্িতা নয়ি কখনও গুরু সংগ করবে না, তাতে লাভরে বদলে ক্ষতরি সম্ভাবনাই বেশী। সংসাররে ‘সার’ হলনে গুরু। সুতরাং ‘সংগ’ সজে ‘অসার’ বস্তুর সন্ধানে গুরুর কাছে না গয়ি, গুরুর ‘সমসাররে’ সঙ্গী হও। তবহে দখেবে সংসার “সমবোধরে সার” হয়ে উঠছে।”

“শষিযরে উচতি গুরুর জন্য নবিদেতি প্রাণ হওয়া, গুরুর কথার ব্যাখ্যা না বুঝে তাঁর সমালোচনা করার মতো পাপ এই জগতে আর কছি নহে। অনন্ত জীবন এই সামান্য ভুলে নষ্ট হয়ে যতে পারে। গুরু সমস্ত সমালোচনার উর্দ্ধে। তাঁর কথার সমালোচনা করা তো দূর, তাঁর কথার মাননে বুঝতে হলওে শষিযকে বার বার জন্মাতে হতে পারে।”

গুরুর কোন কথার মাননে না বুঝতে পারলে তাঁকে বার বার জিজ্ঞাসে করতে হয়। নতুবা নিজের মতো করে মন গড়া কোন ব্যাখ্যা করে নেওয়া ভয়ানক অপরাধ।”

“গুরু বাক্য ব্রহ্মবাক্য। তা চরিকালরে সত্য। কোন অবস্থাতহে তা মথিযে হয় না।”

গুরুর সান্নিধিযে থেকে গুরুর মতো হয়ে ওঠাই প্রতটি শষিযরে কর্ত্তব্য।”

জগতরে ভার বহন করার জন্যই গুরুর আত্মপ্রকাশ ঘটে। জগৎ সংসাররে সমস্ত কছির মূলহে গুরুশক্তি কাজ করে চলছে। গুরুর ভার বহন করার সাধ্য কারোর নহে।”

“গুরুশক্তি অমোঘ। তাকে নাশ করার ক্ষমতা কারোর নহে। অবনিশী শক্তিহি হলো গুরু শক্তির অপর নাম।”

“গুরুর জাগতকি কর্মকাণ্ড-কে কখনও সাধারণ বুদ্ধি দয়ি বচার করতে যওনা। তাহলে অবশ্যই ঠকতে হবে।”

কোন কোন শষিযরে মধ্যযে আধ্যাত্মকি শক্তি বর্ত্তমান থাকা

সত্ততে শুধু গুরুবাক্য অবহলো করার জন্য তাঁদের ভয়ানক
আধ্যাত্মিক পতন ঘটে যায়। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়
অসম্ভব। এই অসম্ভব কর্ম থেকে রক্ষা পাওয়ার যদিকোন মাত্র
উপায় থাকে তা কবেল “গুরুপদ শরণম”।”

কোন কোন শিষ্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তিবর্ত্তমান থাকা
সত্ততে শুধু গুরুবাক্য অবহলো করার জন্য তাঁদের ভয়ানক
আধ্যাত্মিক পতন ঘটে যায়। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়
অসম্ভব। এই অসম্ভব কর্ম থেকে রক্ষা পাওয়ার যদিকোন মাত্র
উপায় থাকে তা কবেল “গুরুপদ শরণম”।”

গুরু প্রতিটি শিষ্যের মধ্যে তাঁরই রূপে বসে আছেন লীলা করবার
জন্য। শিষ্যদের এটি বোঝার ক্ষমতা নাই। এই না বোঝার ফলেই
ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, গুরু শিষ্য আলাদা দুটি সত্যায় পরিণত
হয়।”

“সহজ সরল মনে হয় গুরুর বাস, মনের সরলতাই গুরুর আনন্দের
বস্তু, আর সহজতাই গুরুর কাছে আদরের ধন।”

“গুরুর মুখ নিঃশৃত বানীকে শুধু শুনলে গলেই চলবে না। তাকে মনন
ও চিন্তনের মাধ্যমে নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। তবেই
গুরুসঙ্গ সফল।”

“সংসারের চিন্তাকে সংসঙ্গের সময় মনে স্থান দিও না। তবে
গুরু সান্নিধ্য লাভ করাটাই বৃথা হয়ে যাবে।”

যতক্ষণ তুমি গুরু সান্নিধ্যে সময় কাটাবে, ততক্ষণই তোমার
বগিত জন্মের প্রারব্ধের ফল নষ্ট হতে থাকবে। তোমার
অজান্তেই তুমি ধীরে ধীরে দেবত্বের পথে উন্নীত হবে।”

“গুরুর কাছে শুধু শুধু সময় কাটাবার জন্য এসো না। যখনই গুরু
সান্নিধ্যে যাবে কিছু না কিছু জ্ঞান নিজের ঝুলতিতে ভরবে নিয়ে
আসবে।”

“গুরুর প্রতিটি আদেশকে যে জীবনে মান্য করতে পরেছে, সেই
প্রকৃত শিষ্য, তাঁর সব ভার গুরুই বহন করেন, এ বিষয়ে কোন
সন্দেহ নাই।”

